দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 27 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৬ ...

তবু কেন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না

পীর হাবিবুর রহমান

সারাদেশের স্কুলগুলোতে একযোগে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই নির্বাচন কমিশন, প্রার্থী এবং উৎসব-উদ্দীপনা ও সুশৃঙ্খল ভোট সম্পন্ন হওয়ার দৃশ্য আমাদেরকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। আমাদের জেলা স্কুল প্রায় ১৩০ বছরের প্রাচীন, সুনামগঞ্জ জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়। স্বাধীনতাত্তোর প্রধান শিক্ষক হিসেবে আব্দুর রহমান স্যার এসে স্কুলটিকে একটি আদর্শ স্কুলে পরিণত করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্য থেকে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। যদিও মন্ত্রিসভায় যারা ঠাঁই পেয়েছিলেন তারা স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতিতে কখনই কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। না খেলার মাঠে, না শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল স্কুল ছাত্রদের টিফিনের সময় অস্বাস্থ্যকর বাইরের খাবার থেকে দূরে রাখতে। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী ক্ষমতা নিয়ে মৃদু পায়ে যখন গোটা স্কুলের বারান্দা ধরে হেঁটে বেড়াতেন। কোথাও টু-শব্দটি উচ্চারণ হতো না। টানা তিন দিন যে ক্লাসের ছাত্ররা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতো সেই ক্লাসের সামনে এক মাসের জন্য সম্মানের পতাকা ও এক দিনের ডাবল টিফিন জুটতো। এতে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা কমে যায়। গত ২১ মার্চ স্কুলগুলোতে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনের আয়োজন দেখে স্কুল জীবনের কথা খুব মনে পড়ছে। শিশু কিশোরদের চারিত্রিক ও সৃজনশীল মানুষ গঠনে এই সময়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন হয়েছে ভালো কথা। তবে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে দেশের সেকেন্ড পার্লামেন্টখ্যাত ডাকসুসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে। কিছুদিন আগে একটি সংগঠনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন, সাবেক সচিব মোফাজ্জল করিম, শিল্পপতি ফারজানা চৌধুরীসহ অনেক গুণীজনের সঙ্গে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকার কারণে কতটা প্রাণহীন হতে পারে তাই দেখেছি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর বগুড়ার সাড়িয়াকান্দি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল সাইদুজ্জামান স্বপনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে। এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে ৯টি বিষয়ে অনার্স চালু করেছে স্বপন। খেলার মাঠ আছে, ভবন আছে, মসজিদ আছে, ছাত্রাবাস আছে, ক্যান্টিন আছে, মেধাবী ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আছে, এলাকার সংসদ সদস্য সাবেক বাকসু ভিপি ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নান ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু কলেজটি সরকারি হচ্ছে না। দেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচন থাকলে এই কলেজের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করে তা আদায় করতে পারতেন। সেখান থেকে ফেরার পথে গাবতলীর সুকানপুকুরে বন্ধু অধ্যাপক মারুফুল ইসলাম সোহাগের সৈয়দ আহম্মদ কলেজে চায়ের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এতো সুন্দর কলেজ ক্যাম্পাস দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের এমএনএ সৈয়দ আহমদের ছেলেরাই জায়গা দিয়ে, অর্থ দিয়ে বাবার নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ, সুরম্য সব ভবন তবুও কলেজটি সরকারি হয় না। ছাত্র সংসদ থাকলে এ নিয়ে তারা দেনদরবার করতে পারতো। কেন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না এ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক শক্তি বা সরকারের তরফ থেকে কোনো বক্তব্য নেই। ছাত্র রাজনীতি আছে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং ইমেজ শেষ তলানিতে। এক সময় ছাত্র নেতারা মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা কুড়াতেন সেটি একালের অনেক মন্ত্রী এমপিও পান না। কেন পান না? কেন ছাত্র রাজনীতির ইমেজ শেষ তলানিতে? বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন হয় না সেটি কেউ গভীরভাবে ভাবেন না, অথবা ভাববার সময় পান না। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন এদেশের ছাত্র সমাজের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা, তাদের আবাসন সমস্যার সমাধান, প্রশাসনের সঙ্গে ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে দেন-দরবার এমনকি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াঙ্গনের দুয়ার খুলে দেয়ার ভূমিকাটিও রাখেন। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আদর্শ নির্ভর, আস্থা অর্জনের শ্লোগান ও বক্তব্য নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দানের গুণাবলিসম্পন্ন কর্মী তৈরি হতো। পড়ালেখায় মেধাবী, সাংগঠনিক দক্ষতায় অনন্যসাধারণ, আচার ব্যবহারে নম্র, বিনয়ী, অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী তেজদীপ্ত চেহারা নিয়ে তারুণ্যের আইডল হিসেবে তারা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যালটের রায় নিয়েই উঠে আসতেন না, জাতীয় নেতাদের নজর কাড়তেন এবং সমাজে নিজের কদর বাড়িয়ে সম্মানের জায়গা নিতেন। এতেকরে ছাত্র রাজনীতি বহন করেছিল গৌরবের উত্তরাধিকারিত্ব। রাজনীতি হয়েছিল আদর্শবান, তেজদীপ্ত, মেধাবী নেতৃত্বের অংশগ্রহণে উর্বর। সেকালে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি,

ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় প্রতিবাদী, সৃজনশীল, সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতা তৈরি করার প্রয়োজনও পড়ে না। এখনো সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অসংখ্য মেধাবী, সাহসী ও বিনয়ী ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণা রয়েছে। হয় তাদের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে না। নতুবা তাদেরকে ছাত্র রাজনীতির রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়ায় নেতৃত্বে এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না

তদবিরবাজি, কমিটি বাণিজ্য, বিবেকহীন দাসত্য ও ব্যক্তিগত আখের গোছানোর নীতিহীন কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠত না। কারণ সেকালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ছাত্র রাজনীতির জনপ্রিয়তা যাচাইসহ প্রার্থীর নেতা, সংগঠক, কর্মীদের যাচাই বাছাইয়ের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াত। সেইজন্য পড়াশুনা, জ্ঞানের গভীরতা, সৃজনশীলতা ছাত্র রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। একজন ভালো তার্কিক, একজন ভদ্র, বিনয়ী, মেধাবী ছাত্র, একজন লেখক ও শিল্পী আর ভদ্র বিনয়ী সংগঠককেই নির্বাচনে যেমন প্রার্থী করা হতো তেমনি ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে অভিষিক্ত করা হতো। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সুমহান মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছাত্রসমাজের যে গৌরবজনক অধ্যায় সেটির সৃষ্টি ও উজ্জ্বল বর্ণময় হয়েছিল আদর্শের নির্মোহ ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে। সেটিকে আরও বেশি বর্ণাঢ্য, গ্রহণযোগ্য আর জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়েছিল ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এখনো আমাদের জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে যাদেরকে রাজনীতিবিদ বলে নানা সমালোচনার পরও মানুষ স্বীকৃতি দেয়, সম্মান দেয়, সমীহ করে এবং আবেগাপ্লুত হয় তাদের সবাই ছাত্র রাজনীতির স্বর্ণযুগ থেকে উঠে এসেছিলেন। তাদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। খেয়ে না খেয়ে আদর্শবোধ নিয়ে নানা মত পথের এইসব ছাত্র নেতা ছাত্র রাজনীতি থেকে কলঙ্কের তীলক পরে আসেননি। গৌরবের মুকুট পরে এসেছিলেন। সেকালের ছাত্র রাজনীতির সক্রিয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকৌশলীদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ানো সচিবালয় থেকে মন্ত্রীপাড়ায় তদবির নিয়ে হাঁটাহাঁটি করার অভিযোগ আসেনি। সেকালে ছাত্র রাজনীতিতে পেছনের সারিতে থাকা নেতা-কর্মীদের নামটিও মানুষের হৃদয়ে আসন নিত। সারা দেশের ছাত্র নেতাদের নাম ছড়িয়ে যেত মানুষের মুখে মুখে তাদের কীর্তিতে। তখন তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ছিল না। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া দুয়ারে দুয়ারে ছিল না। হাতে হাতে ছিল না মোবাইল, ইন্টারনেট। একালে সব আছে নেই শুধু ছাত্র রাজনীতির সেই জৌলুস। ছাত্র রাজনীতি একালে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে একাকার হতে গিয়ে অসুস্থ ধারাতেই পতিত হয়নি, পানিহীন বন্ধা নদীর মতো মরুময় হয়ে উঠেছে। একালের ছাত্র নেতাদের নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সমর্থনে নেতৃত্বে আসতে হয় না। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় প্রতিবাদী, সৃজনশীল, সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতা তৈরি করার প্রয়োজনও পড়ে না। এখনো সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অসংখ্য মেধাবী, সাহসী ও বিনয়ী ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণা রয়েছে। হয় তাদের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে না। নতুবা তাদেরকে ছাত্র রাজনীতির রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়ায় নেতৃত্বে এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না।

ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে গণ সংগঠনের আদর্শিক সম্পর্ক, সমন্বয় ও অভিভাবকত্ব থাকবে। কিন্তু পূর্ণ কর্তৃত্ব রোপিত চারাকে যেভাবে ধূসর করে দেয় তেমনি বিকলাঙ্গ করার সুযোগ তৈরি হয়। সেটিই আজকে ঘটছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন হচ্ছে অথচ ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন প্রহসন হয়ে যায়। স্কুলগুলোতে অরাজনৈতিকভাবে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন সম্পন্ন করে যেখানে প্রশাসন কিশোরদের মধ্যে গণতন্ত্রের বাতি জ্বালিয়েছেন বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন সেখানে দেশের গোটা রাজনীতির রক্ত সঞ্চালনের অভয় আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রাখা গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্র রাজনীতিকে অসুস্থ, লুটেরা, দলবাজি, ক্ষমতাবাজি, ভোগ বিলাসের বিপরীতে আদর্শিক পথে স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দিলে দেশ জুড়ে নিয়মিত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব রাখার জন্য বছরে বছরে সম্মেলন ও কমিটি গঠন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হতে পারে আলাপ-আলোচনা বা গোপন ব্যালটে, তাহলে ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে সেকালের মতো আদর্শবান গণমুখী চরিত্রের নেতা, কর্মী, সংগঠন সরবরাহ করতো। ৬০ ও ৭০ এর ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের নব জাগরণ। আশির দশকের ছাত্র রাজনীতি ছিল সামরিক শাসককবলিত। বাংলাদেশের তারুণ্যকে পুনর্জাগরণের নব্বই দশকের ছাত্র রাজনীতি ছিল গণতন্ত্র মুক্তির জন্য দ্রোহের, সংগ্রামের। গণতন্ত্র মুক্তির পর নব্বইউত্তর বাংলাদেশে দিনে দিনে ছাত্র রাজনীতিকে যে নেতিবাচক ইমেজে দাঁড় করানো হয়েছে তার দায় ছাত্র সংগঠনগুলোর কাঁধে নয়। গণসংগঠনগুলোর উপরেই অর্পিত হয়। জাতীয় নেতৃত্ব যারা ছাত্র রাজনীতির গর্ভ থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন ইতিহাসের কাঠগড়ায় এই দায়িত্ব তারাও এড়াতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন যারা ক্ষমতায় আসেন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর হাতে একচ্ছত্র আধিপত্য তুলে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকার সমর্থক শিক্ষক আর সরকারি ছাত্র সংগঠন এক বৃত্তে সংসার শুরু করেন। সাধারণ ছাত্র সমাজের অধিকার হরণ করেন না সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধার পাওনাটুকুও হরণ করে নেন। যখন যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাম্পাস হয়ে যায় তাদের। সেকালের ছাত্র রাজনীতিতে শিক্ষাঙ্গনগুলো মুখর থাকত সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডবিরোধী শ্লোগানে মুখরিত। এখন সরকার যার ক্যাম্পাস তার। পাকিস্তানি ফৌজি শাসক আইয়ুব খানের দমবন্ধ সামরিক শাসনের জামানায় ডাকসুসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়মিত হয়েছে। একাত্তরের জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের সময়ও তার ছন্দ পতন হয়নি। আইয়ুব খানের সময়ে ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল বলে রাজনীতিতে একজন তোফায়েল আহমেদের জন্ম হয়েছিল। আমাদের ইতিহাসের হাত ধরে এসেছিল রক্তমাখা আসাদের শার্ট গায়ে পরা উনসত্তর। বাঙালি জাতির মহানায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন লৌহমানব আইয়ুব খান। একাত্তরের জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের সময় নির্বাচন হয়েছিল বলেই স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নূরে আলম সিদ্দিকি ও শাহজাহান সিরাজের সঙ্গে ইতিহাসে লেখা হয়েছিল আ স ম আব্দুর রব ও মরহুম আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নাম। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ রচিত হয়েছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের শাসনকালে রাজনৈতিক নিপীড়ন আরোপিত হলেও বন্ধ করা হয়নি ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসা সেনা শাসক এরশাদ সকল ছাত্র সংসদ বাতিল করে দিলেও ছাত্র রাজনীতির গৌরবটুকু কেড়ে নিতে পারেননি। দেশের ছাত্রসমাজ ছাত্র রাজনীতির পথ ধরেই তার শিক্ষানীতিসহ অগণতান্ত্রিক শাসনের পথে পথে বেরিকেড দিয়েছে। তার সময়ও ডাকসুসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হয়েছে। সেই শেষ ডাকসুর আন্দোলনের পথ ধরেই তার বিদায়ের মধ্য দিয়েই দেশে গণতন্ত্রের সূর্যোদয় ঘটেছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা বিএনপি থেকে আজকের আওয়ামী লীগ সরকার কেউ ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচন দিচ্ছেন না। এতেকরে ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি, ধূসর বর্ণহীন হয়নি, গোটা দেশের রাজনীতি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে। সারা দেশজুড়ে রাজনীতিতে আদর্শবান, গণমুখী, মেধাবী তারুণ্যের অভাব রাজনীতিকে বন্ধা নদীতে পরিণত করেছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন যেমন ছাত্র রাজনীতিকে ত্যাগের মহিমায় আদর্শিক উচ্চতায় নিয়ে যায় তেমনি জন্ম দেয় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মীর। সরকারের মন্ত্রিত্বের আসনে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির পথ হাঁটা ও ডাকসু বিজয়ী অনেক নেতা রয়েছেন। ভাবলে অবাক লাগে তারাও এ নিয়ে কিছু বলেন না। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও উনসত্তরের আন্দোলনের নেতাই ছিলেন না। সে সময় মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্কুলের স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন দেখে তিনি তৃপ্তির হাসি হাসেন। দেখতে ভালো লাগে। প্রশ্ন জাগে, তবু কেন ডাকসুসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না? ২৫ বছরে নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন হলে এখান থেকেই তৈরি হতেন পঞ্চাশ জন নেতা! সারাদেশে কতো হাজার? কেউ ভাবেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছাত্র সংসদের যে ফি নেন কর্তৃপক্ষ সেটিইবা কোথায় যায়?

● লেখক : প্রধান সম্পাদক, পূর্বপশ্চিমবিডি